‘আপনাদের প্রতি প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেল’

প্রাথমিক স্তর থেকেই পাশফেল চালুর সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। দলের কর্মীরা যখন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সংবাদ দিয়ে মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তখন সাধারণ মানুষই কর্মীদের পাল্টা অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

বাঁকুড়া শহরের কিছু বিশিষ্ট মানুষ কর্মীদের বললেন, আপনাদের নেতাদের বলবেন, আমাদের পক্ষ থেকে শত কোটি অভিনন্দন। আন্দোলনের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত কীভাবে নিতে হয় আপনাদের নেতারা তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আপনারা লড়াই চালিয়ে যান, আমরা আপনাদের সাথে আছি। রাজ্যের সর্বত্রই অটোয় বাঁধা মাইক থেকে সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা শুনেই মানুষ করতালি দিয়ে কর্মীদের পাল্টা অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেছেন, এটা আপনাদের আন্দোলনের বিরাট জয়। কর্মীরা উত্তর দিয়েছেন, জয় আপনাদেরও। আপনাদের বিপুল সমর্থনই সরকারকে বাধ্য করেছে তৎপর হতে।

কলেজ স্ট্রিটে হিন্দু স্কুলে দলের ছাত্র কর্মীরা পৌঁছতেই অভিভাবকরা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা দারুণ লড়াই করেছো। দারুণ জয় হয়েছে। তারপর বললেন, আমরা সব অভিভাবকরা মিলে ঠিক করে নিয়েছিলাম, ধর্মঘটের দিন কেউ ছেলেদের স্কুলে পাঠাবো না। একই কথা শোনা গেল কলকাতার অন্যতম দুই পাইকারি বাজার কোলে মার্কেট আর বৈঠকখানা মার্কেটের বিক্রেতাদের মুখে। ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথা জানাতে সেখানে পৌঁছেছিলেন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। বিক্রেতারা তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ১৭ই সব দোকান বন্ধ থাকবে। সরকার দাবি মেনে নিয়েছে, খুবই আনন্দের কথা। না হলে দেখতেন ধর্মঘটের পরদিনই সরকার পাশফেল চালুর কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হত। বেহালায় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে প্রচাররত কর্মীদের জড়িয়ে ধরে বললেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর আন্দোলন জয়ী হয়েছিল। এই আন্দোলনও জয়ী হল। আপনারাই সত্যিকারের লড়াই করছেন। তিনি বললেন, আমি একজন সরকারি কর্মচারী। আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। আপনারা সেগুলি নিয়ে আন্দোলনে নামুন।

কলকাতায় রাস্তার পাশে দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন কিছু মানুষ। প্রচার শুনে বললেন, ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথাও আপনারা মাইক নিয়ে বলতে এসেছেন! সত্যি, আপনারাই পারবেন! বলতে লাগলেন, এই একটা দল বটে! একটা এমএলএ-এমপি নেই, অথচ দেখুন, লড়াই-আন্দোলন করে কীভাবে দাবি আদায় করতে হয়, এরাই দেখিয়ে দিচ্ছে বারবার। যা একবার ধরে শেষ না করে ছাড়ে না।

দাবি মেনে নেওয়ায় ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথা জানিয়ে কর্মীরা যখন চিঠি দিতে গেছেন সমিতি সংগঠন ক্লাব স্কুলে, তখন মধ্য কলকাতার এক শিক্ষিকা বললেন, আপনাদের এই আন্দোলনের ফলে বহু স্কুল রক্ষা পাবে। পাশফেল না থাকায় ছাত্রের অভাবে স্কুলগুলি উঠে যেতে বসেছিল। উত্তর কলকাতার একটি স্কুলে যেতেই প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর বললেন, আপনারা আবার একটা অসাধারণ কাজ করলেন। ফোন নম্বর দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন, যোগাযোগ রাখবেন।

কলকাতায় সিএসটিসি-র এক ডিপোয় কর্মীদের চিঠি দিয়ে অভিনন্দন জানাতেই একজন বললেন, রক্তিম অভিনন্দন। তারপর বললেন, আমি তিনদিন এই ডিপোয় থাকি। আপনাদের কাগজপত্র দিয়ে যাবেন। মধ্য কলকাতার একটি ক্লাবে গিয়ে চিঠি দিতেই তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কর্মীদের বসাতে। বললেন, বসুন, জল খান। সঙ্গে সঙ্গে চা আনতে বললেন। তারপর বললেন, আপনারা আমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন! আমাদেরই তো আপনাদের অভিনন্দন জানানোর কথা। এক সদস্য বললেন, সেই ছোটবেলা থেকে আপনাদের একই রকম ভাবে পরিশ্রম করতে দেখছি। সকাল থেকে সন্ধ্যে দেখছি প্রচার করে চলেছেন। আপনাদের এই জয়ে আমরা অভিভূত। কর্মীরা বললেন, আপনারা তো জানেন মনীষী-বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আমরা চর্চা করি। আপনারাও ক্লাবে এই সবের চর্চা করুন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে বললেন, অবশ্যই করব। আপনারা আসবেন। তা ছাড়া আপনাদের যা যা প্রয়োজন হবে, নির্দ্বিধায় আমাদের কাছে আসবেন।

ইছাপুর থেকে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে একজন ফোন করে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, আপনাদের প্রতি

প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেল। আমি একজন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী। চাকরির কোনও নিরাপত্তা নেই। আপনারা এবার এই ক্ষেত্রটা নিয়ে আন্দোলনে নামুন। বললেন, আমি বামপন্থী। এক সময়ে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের ব্লক সভাপতি ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে দলের ঘনিষ্ঠতা মানতে পারিনি। কংগ্রেস নয়, সব বামপন্থী দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনারাই পারবেন বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করতে। এই জয়ে উচ্ছ্বসিত সব স্তরের মানুষ। কেউ বলছেন, এবার আপনারা স্বাস্থ্যটা নিয়ে জোর কদমে নামুন। আবার কেউ বলছেন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নামতে। কেউ পকেট থেকে টাকা বের করে জোর করে গুঁজে দিচ্ছেন কর্মীদের হাতে। বলছেন, একমাত্র আপনারাই তো আমাদের জন্য লড়ছেন, আমি যেটুকু পারি করতে দিন।

ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথা লিফলেট দিয়ে জানানোর সময় শোভাবাজারে এক ব্যক্তি দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। মাইকে প্রচাররত কর্মীটিকে বললেন, আপনার বলা ঠিক হচ্ছে না। কর্মীটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বললেন, আপনাদের আগের জয়ের কথা বলুন। বলুন, যেভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংরেজি ফিরে এসেছিল, সেভাবেই আন্দোলনের চাপে সরকার পাশফেলের দাবিও মেনে নিয়েছে। বললেন, আমি কোনও দল করি না, কিন্তু আপনাদের আন্দোলনকে সব সময় সমর্থন করি।

জয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই আবার কারও কারও মনে সংশয়। অভিনন্দনের চিঠি পেয়ে এক ব্যক্তি উদ্বেগের সাথে বললেন, সরকার প্রতিশ্রুতি রাখবে তো? কর্মীরা যখন বলেছেন, দেখা যাক। না হলে আমরাও সরকারকে আন্দোলনের চাপে রাখব। তিনি একমত হয়ে বললেন, সরকার প্রতিশ্রুতি না রাখলে আবার আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

পাশ-ফেল চালুর প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পরই দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়িতে বিজয় মিছিল ঘোষণা করা হয়। মিছিলে যোগ দেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ডাক্তার, ডাক্তারি ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার, স্কলার, কবি, সাহিত্যিক, বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা। ধর্মঘটের দাবি শুধু মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে নয়, সমাজের দরিদ্র-সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। কারণ সরকারি নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁরাই সবচেয়ে বেশি। এই সমর্থন কত গভীরে পৌঁছেছে তারই নজির দেখা গেল এই মিছিলে। মিছিলে যোগ দিতে এক জন পরিচারিকা ছুটি চাইলে গৃহকর্তা নাকচ করে দেন। পরিচারিকা গৃহকর্তাকে নতুন কাজের লোক খুঁজে নিতে বলে মিছিলে চলে আসেন। প্রচারের সময় এক দোকানদার অন্য অনেকের মতোই কথা দিয়েছিলেন, ধর্মঘট সফল করতে উদ্যোগ নেবেন। জয়ের খবর পেয়ে তিনি মিছিলে চলে আসেন। বলেন, ১৭ই দোকান বন্ধ রাখার কথা ছিল, আজ দোকান বন্ধ রেখেই মিছিলে হাঁটব। আর এক জন বললেন, ১৯৭৯ সালে পাশফেল ফেরানোর লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিলাম, আজ শিক্ষক জীবনে বিজয় মিছিলে। ভাবতে ভাল লাগছে।

জনগণের কাছে গিয়ে এমন অসংখ্য ঘটনা-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন দলের কর্মীরা।